অমর চিত্র কথা
নং 317 টা. 4.00
অন্নপতি সূয্য
কলহনের
রাজতরঙ্গিনী অবলম্ব
317/B

অন্নপতি সূয্য
একদিন একটি ছেলে কাশ্মীরে গুরুর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল।
তাহলে তুমি জ্ঞানার্জন করতে চাও?
আজ্ঞে, হ্যাঁ।
তুমি একলা এসেছ কেন? তোমার পিতামাতা কোথায়?
আজ্ঞে, আমার পিতা নেই।
আমার মা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে পালন করেছেন।
তিনি আমাকে খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, কিন্তু একটি-বারের জন্যও স্পর্শ করেন নি।
আজ্ঞে, তিনি নিজেকে অস্পৃশ্য বলেন। সেজন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন।
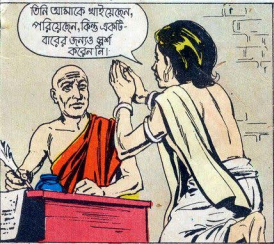
আমি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।
তার কাছে যাওয়া যাক।
প্রভু!
শুনলাম, তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে চাও।
আজ্ঞে, প্রভু!
কেন ভাবলে যে, সে বিদ্যার্জনের উপযুক্ত?
আমি ওকে জন্ম দিই নি। এক বড় বাড়ির বাইরে এক মাটির পাত্রের মধ্যে ওকে পেয়েছি।

সন্তানকে যে বিসর্জন দিল, সেই হতভাগিনী মায়ের জন্য আমি কেঁদেছি। এই ছেলে যদি আপন বাপমায়ের কাছে পালিত হত, তাহলে কি সে নিজের সমাজের উপযোগী শিক্ষা পেত না?
আমি তোমার ছেলেকে শিষ্য রূপে গ্রহন করছি। ওর নাম কি?
আজ্ঞে, আমি সূয্য। সূয্যার ছেলে সূয্য!
সূয্যা, তুমি তোমার ছেলেকে আমার কাছে রেখে যেতে পারো।
আপনার অশেষ করুণা!
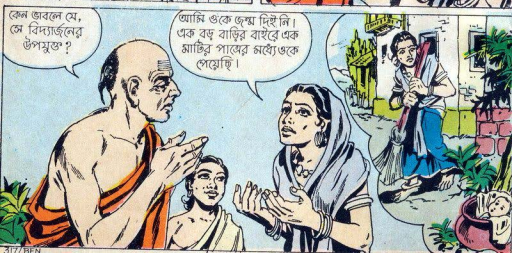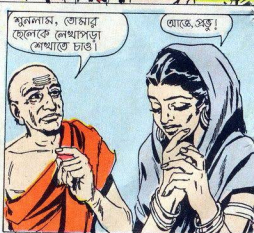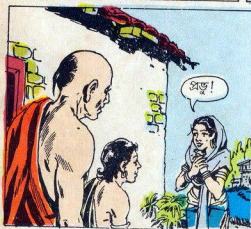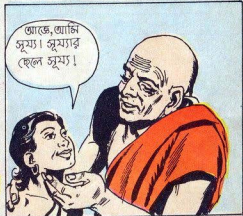
গুরু সূয্যের উপনয়ন সম্পন্ন করলেন।
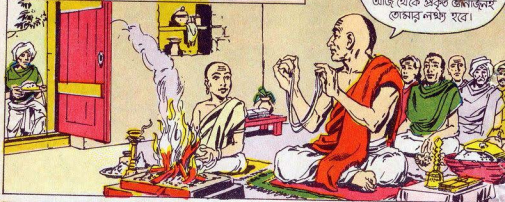
আজ থেকে প্রকৃত জ্ঞানার্জনই তোমার লক্ষ্য হবে।
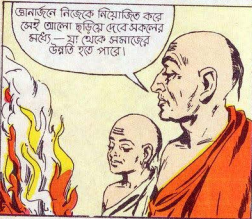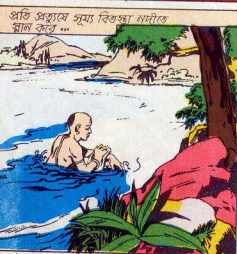
পরবর্তী বারো বছরে সে গুরুর নির্দেশে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করল।
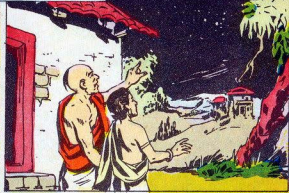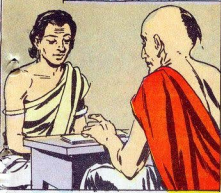
তারপর একদিন—

সূর্য্য, তোমার এখন অন্যকে পঠনে সাহায্য করার সময় হয়েছে...

...এবং সমাজ কল্যাণে এখন তোমার বিদ্যার ব্যবহার করো।
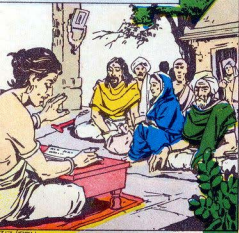
এক সকালে রোজকার মতো সূয্য নদীতে স্নান করতে গেল।
মনে হচ্ছে নদী ফেঁপে উঠেছে।

হ্যাঁ! তাই তো!

স্নানান্তে সে যখন নদীতে প্রার্থনার জন্যে দাঁড়াল, নদীর জল তার কোমর ছাড়িয়ে উঠল তখন...
হে সবিতা, বিপদের মুখোমুখি হবার শক্তি দাও।

...সূয্য নদী থেকে উঠে এল...
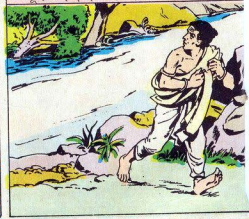
সূয্য ছুটে গ্রামে ফিরে এলো ...

...এবং বিপদ বার্তা ঘোষণা করল।

শীঘ্রই—
বিপদ সংকেত কেন ঘোষণা করল ?
দাঁড়াও, এখুনি জানা যাবে!
গ্রামপ্রধান সেই স্থানে যখন উপস্থিত হল—
কে বিপদের আওয়াজ দিল?
আমি। বিতস্তার জল বেড়ে উঠেছে।
এটা কিছু নতুন নয়। বছরের এই সময়ে জল প্রতিবারই বেড়ে ওঠে।
কিন্তু এ বছর এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।
জল দ্রুত গতিতে ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে উঠছে।
আমাদের আর দেরি করার সময় নেই!
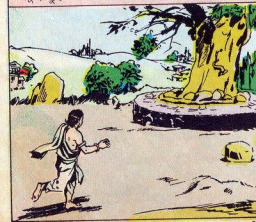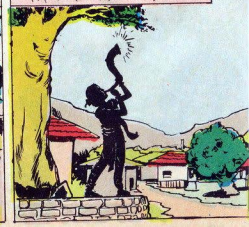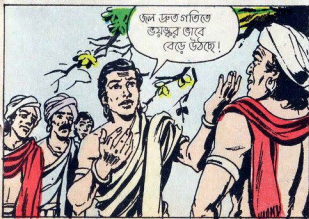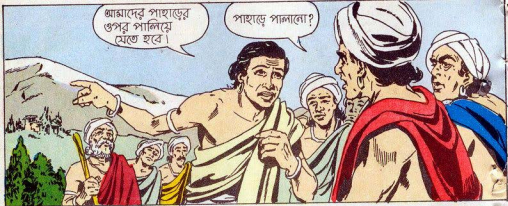
আমাদের পাহাড়ের ওপর পালিয়ে যেতে হবে।
পাহাড়ে পালানো?
হ্যাঁ, বিশ্বাস করো, আমাদের যেতেই হবে। তোমাদের ফসলও বাঁচাতে পারবে না...
...কিন্তু নিজেদের জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে পারবে!
...যদি এখুনি তৎপর হও!
কিন্তু...
আপনি কি নিশ্চিত?
প্রধান বেশি বাদানুবাদ থেকে সকলকে নিবৃত্ত করলেন।
উনি যেমনটি বলছেন তেমনটি করব।
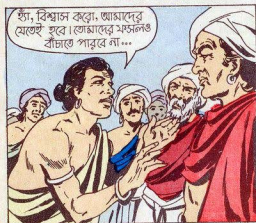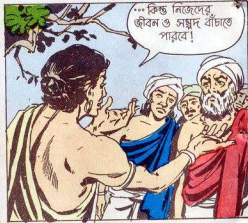
গ্রামবাসীরা সূর্য্য এবং প্রধান তদারককারীর সাহায্যে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুল।
কিছু সময় বাদে—
তাকাও!
আমাদের ফসল!

আমাদের ফসল গেছে! ঘরবাড়িও নেই!
সূয্য না থাকলে আমরাও রেহাই পেতাম না।
এই গ্রামবাসীদের জীবন আমি রক্ষা করেছি। কিন্তু অন্যান্য গ্রামের বেলায়?
এরকম বন্যা হলে ভবিষ্যতে কী হবে?
আমি শ্রীনগর যাত্রা করছি। আমার কিছু করণীয় আছে।
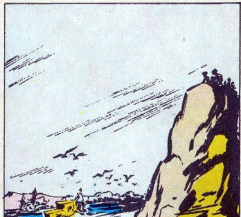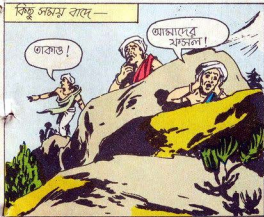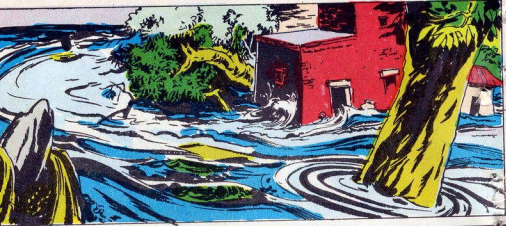
ইত্যবসরে কাশ্মীর রাজ অবন্তীবর্মা শ্রীনগর থেকে বন্যার বিধ্বংসী খবরাখবর পেতে লাগলেন।
এটা লজ্জার ব্যাপার। কাশ্মীরে বন্যার তাণ্ডব এই প্রথম নয়। তথাপি আমরা এর প্রতিকার কিছু করতে পারি নি!
কাশ্মীরে কি এমন কেউ নেই যে এই সমস্যার একটা সমাধান করতে পারে… যে বিতস্তাকে বশ মানাতে পারে?
একজন আছেন। তিনি গুরুমশায় সূয্য। তাঁর একটা পরিকল্পনা আছে।
যখন সূয্যকে রাজসভায় উপস্থিত করা হল—
মহারাজ, যে মুহূর্তে আমি এর কারণ উদ্ভাবন করলাম, আমার বেশি সময় লাগল না, এর সমাধান বের করতে!
কারণ: পাহাড় থেকে যখন তখন ধসে পড়া বিরাট পাথরের খণ্ড গড়িয়ে পড়ে বিতস্তার গতিপথ রুদ্ধ করে।

প্রতিকার: গতিপথ থেকে পাথরগুলো সরানো হলে বিতস্তার জল শান্তভাবেই মহাপদ্ম হ্রদে প্রবাহিত হবে।
ঠিক তখনই—
মহারাজ, আরও দশটা গ্রাম জলমগ্ন হয়েছে। আর বিতস্তার জল বেড়েই চলেছে!
নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোকে সতর্ক করে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করো।
আমি দুঃখিত সুয্য, এখন সবাইকে এই উদ্ধারের কাজে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।
বিতস্তার ক্রোধ প্রশমিত হলে তোমার পরিকল্পনার বিষয় ভাবা যাবে, এখন নয়।
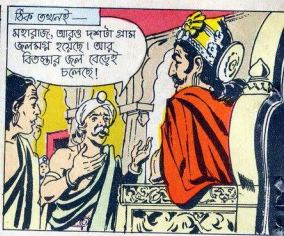
আমরা অনেকটা এখনও বাঁচাতে পারি। মহারাজ, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি গতিপথ সাফ করতে পারব।
হয়তো পারবে। কিন্তু ...
তোমার শত শত লোকের প্রয়োজন। আমি, এমন কি, দশ জন মানুষকেও ছাড়তে অক্ষম।
দশ জনকে আমি চাই না। যা আমি চাই—দুই পেটি ভর্তি স্বর্নমুদ্রা আর একটি মাত্র লোক!
চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বর্ধিত নদীর জল রুখতে কেবলমাত্র একটি লোক আর কিছু সোনা?
ঠিক আছে, তুমি যা চাইছ, তাই-ই হবে। আমার শুভেচ্ছাও রইল।
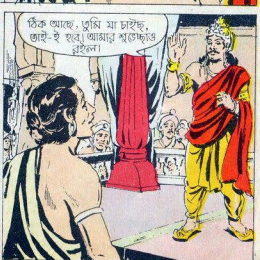
সূয্য পেটি দুটি আর লোকটিকে নিয়ে নৌকায় যাত্রা করল।
যখন তারা যক্ষধারে পৌঁছুল—
ব্যস! আমরা এখানেই নামব। নৌকা বাঁধো...
...এবং আমাকে অনুসরন করো!
সূয্য লোকটিকে নিয়ে নদীর ধার দিয়ে পাহাড়ের উপরে গেল...
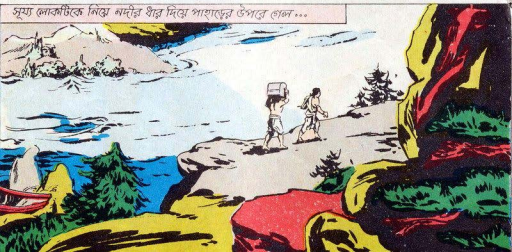
... যতক্ষণ না তারা সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছুল।
আমাকে ঐ পেটিটা দাও!
স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি পেটিটা লোকটি নদীতে ছুঁড়ে ফেলল!
লোকটা উন্মাদ হয়েছে!
এখন আমাকে অন্য পেটিটা দাও।
না! দেব না।

তুমি আমাকে সাহায্য করতে এসেছ, না বাধা দিতে? বলছি, আমাকে ঐ পেটিটা দাও!
ওর কথা যদি না শুনি, ও আমাকে নিচে ঠেলে ফেলে দিতে পারে!
আচ্ছা পাগল!
না!
ঝপাৎ!
এখন আমি সুনিশ্চিত, লোকটা বদ্ধ পাগল!

লোকটা পাগল!
কে পাগল?
সূয্যি গুরুমশায় সোনার টাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে! দুই পেটি ভর্তি!
কোথায়?
নদীর মধ্যে! লোকটা পাগল!
সোনার টাকা নদীর মধ্যে? তাহলে আমাদের জন্যেই ওগুলি আছে!
এসো, অন্য কেউ আসবার আগে আমরা ওগুলো হাতিয়ে নিই।
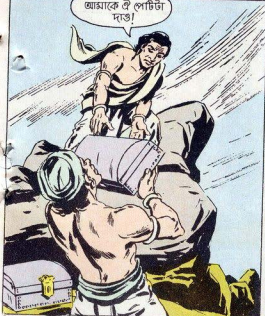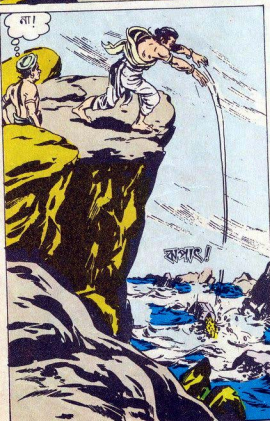
এক সাহসী যুবক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ...

... উজানে সাঁতার কাটল ...

... এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল।

তাকে দেখবার জন্যে জনতা উত্তেজিত ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

অবশেষে—
আমি পেয়েছি। একটা সোনার টাকা পেয়েছি।
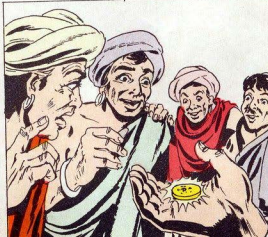
আরও অনেক আছে। শ'য়ে শ'য়ে আছে। পাথরগুলোর নিচে।
পাথরগুলো সরিয়ে ওগুলো কুড়িয়ে নিতে হবে।
আমি সবচেয়ে ভালো সাঁতারু। বেশিটা আমিই পাব!
অপেক্ষা করো।
একটা প্রস্তাব আছে। এসো, একত্রে কাজ করি এবং টাকাগুলো সমান ভাগে ভাগ করে নিই।
ঠিক আছে।
অন্য কেউ জানার আগে এসো আমরা স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে নিই।
হ্যাঁ, সত্বর করো।

মানুষের শিকল করে গ্রামবাসীরা এগিয়ে গেল বিতস্তার গতিপথ থেকে অবরোধকারী পাথর-গুলোকে হটিয়ে দিতে •••
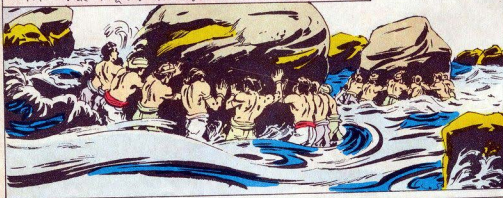
••• এবং পাথরগুলোকে কূলের দিকে গড়িয়ে দিতে লাগল।

এই সময়ে, যে লোকটা পেটি দুটি নিয়ে গিয়েছিল, সে রাজাকে নিয়ে ফিরে এল।
... আর লোকটি সোনার টাকা ভর্তি পেটিগুলো নদীতে ছুঁড়ে ফেলল। মহারাজ, আপনাকে বলছি লোকটা পাগল!
সে কোথায়?
ওখানে!
এসো, ওর কাছে যাই।
সূর্য, তুমি রাজার কাছে তোমার দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের কৈফিয়ত দাও।
মহারাজ!
দয়া করে নিচের দিকে তাকান!

আমি
বিশ্বাস
করতে
পারছি না!
তুমি এটা করেছ! বিতস্তাকে তুমি বশ মানিয়েছ?
আজ্ঞে, একটু পাগলামির ছোঁয়া আর দুই পেটি সোনা দিয়ে!
সূর্য্য, তুমি আমার মন্ত্রী সভায় যোগদান করো। অমত কোরো না।
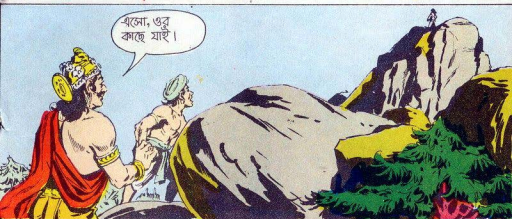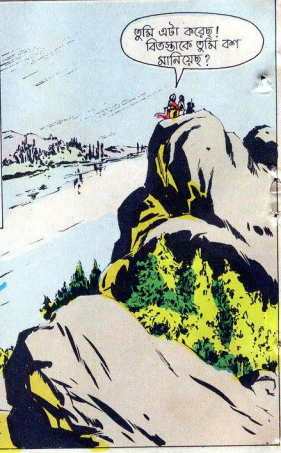
এই কাজের পুরস্কার হিসেবে সুয্যার ছেলে সূয্য পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী হল।
মহারাজ, আমার কিছু পরিকল্পনা আছে, যার দ্বারা চিরতরে বন্যা সমস্যার সমাধান করা যাবে।
সূয্য, তোমার আধিপত্যে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। তুমি স্বাধীনভাবে তোমার ভাবনা কার্যকরী করো।
সূয্য প্রথমেই বিতস্তার তীরে পাথরের দেওয়াল তৈরি করাল, যে-সব জায়গা থেকে পাথর গড়িয়ে নদীতে পড়ত।
তারপর সে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও স্রোত নিয়ন্ত্রণের জন্যে কিছু খাল কাটাল।
সূয্য, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছো। এখন তোমার অর্জিত বিশ্রাম গ্রহণ করো!
মহারাজ, এখন নয়।
মহাপদ্ম হ্রদের তীরবর্তী একটা বিরাট ভূখণ্ড বর্ষাকালে প্লাবিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।
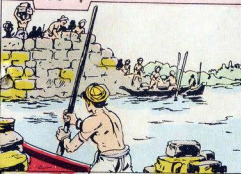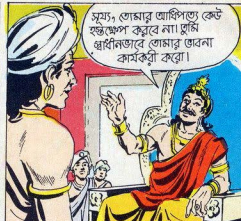
আমি এই সমস্যার কারণটা খুঁজে পেয়েছি। এটাও বিতস্তার জন্যে। নদীর প্রবাহ হ্রদের অগভীর দিকে ধেয়ে যায়, আমি যদি বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করতে পারি ...

... আমরা কেবল মাত্র বন্যা রুখতে সক্ষম হব না, পরন্তু মূল্যবান ভূমিও আবাদ করতে পারব।

নতুন খাল খননের কাজ নব প্রেরণায় শুরু হয়ে গেল।
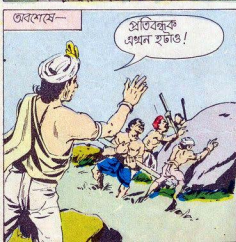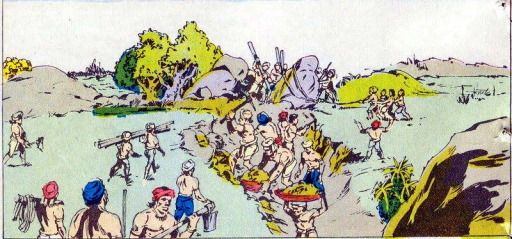
অবশেষে—

প্রতিবন্ধক এখন হটাও!

যে মুহূর্তে বাধা অপসারিত হল, বিতস্তা তার জন্যে তৈরি নতুন গতিপথ পেল।

নতুন পথে মহাপদ্ম প্রবেশ করল যেখানে হ্রদ খুব গভীর এবং অপ্রতিহত গতিতে গন্তব্য স্থানে প্রবাহিত হল।

সূয্য, তুমি তোমার কর্মের জন্যে কাশ্মীরে অমর হয়ে থাকবে।
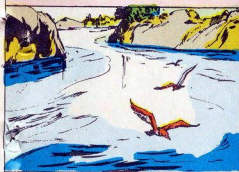
তারপর সে তার বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা করল।
মা, আমার ইচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে আসো।
তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?
শীঘ্রই জানতে পারবে। পালকিতে উঠে পড়ো দয়া করে।
পুত্র, কতদূর আমাদের যেতে হবে?
বেশি দূরে নয়, মা।
শীঘ্রই—
মা, দয়া করে নেমে পড়ো।
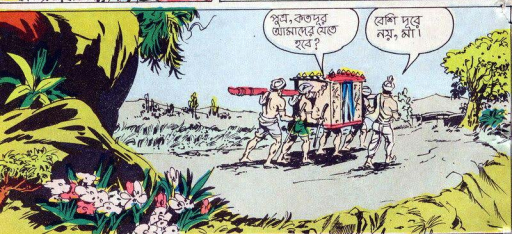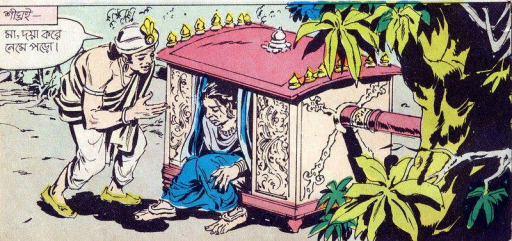
এটা সূয্যসেতু। তোমার নামে রাখা হয়েছে।
বৎস!
এসো, আমার হাত ধরো। হেঁটে সেতু পার হই।
সূয্য, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না।
মা, অনেকদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে দূরে রেখেছ। আজ আমি কোনও নিষেধই শুনব না।
সূয্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। মা ও ছেলে হাত ধরাধরি করে ধীরে ধীরে সেতু পেরিয়ে গেল।